রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীত

রামপ্রসাদ সেন





রামপ্রসাদী

শ্যামাসংগীত

রামপ্রসাদ সেন

Bengali eBook :: Digital Publication

Published by: editionNEXT, Kolkata, India

www.editionnext.com

প্রথম প্রকাশ : কালীপূজা ১৪২১ (ইং october 2014)



রামপ্রসাদ সেন

সূচিপত্র

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি

অসকালে যাব কোথা

আছি তেঁই তরুতলে বসে

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে

আমার অন্তরে আনন্দময়ী

আমার কপাল গো তারা

আমার সনদ দেখে যারে

আমি এত দোষী কিসে

আমি ওই খেদে খেদ করি

আমি কবে কাশীবাসী হব

আমি কি দুঃখেরে ডরাই

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা

আমি তাই অভিমান করি

আমি নয় পলাতক আসামী

আর কাজ কি আমার কাশী

আর তোরে না ডাকব কালী

আর বাণিজ্যে কি বাসনা

আর ভুলালে ভুলবো না গো

ইথে কি আর বিপদ আছে

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই

এ সংসারে ডরি কারে

একবার ডাকরে কালী তারা ব ' লে

এবার আমি করব কৃষি

এবার আমি বুঝব হরে

এবার আমি সার ভেবেছি

এবার কালী কুলাইব

এবার বাজি ভোর হল

এবার ভাল ভাব পেয়েছি

এমন দিন কি হবে মা তারা

এলো চিকুরনিকর নরকর কটীতটে

এলোকেশী দিগ্বসনা

এলোকেশে , কে শবে , এলো রে বামা

এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসি রে

ও কার রমণী সমরে নাচিছে

ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ

ও গো রাণি , নগরে কোলাহল , উঠ , চল চল

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি

ওরে মন বলি , ভজ কালী

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে

করুণাময়ী ! কে বলে তোরে দয়াময়ী

কাজ কি আমার কাশী

কাজ কি মা ! সামান্য ধনে

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী

কালী কালী বল রসনা

কালী গো কেন লেংটা ফের

কালী তারার নাম জপ মুখে রে

কালী বল রসনা রে

কালী সব ঘুচালি ল্যাটা

কালী হলি মা রাসবিহারী

কালীগুণ গেয়ে , বগল বাজায়ে

কালীপদ মরকত আলানে

কালীর নাম বড় মিঠা

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে

কুলবালা উলঙ্গ , ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ

কে জানে রে কালী কেমন

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী

কে রে ওই মনোমোহিনী

কেন গঙ্গাবাসী হব

কেবল আসার আসা , ভবে আসা

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা

কেরে বামা কার কামিনী

গিরি , এবার আমার উমা এলে

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে

গেল না গেল না দুঃখের কপাল

চিকন - কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি - হৃদে বিহরে

ছি মন তুই বিষয়লোভা

ছি - ছি মনভ্রমরা দিলি বাজী

জগত - জননী তরাও গো তারা

জয় কালী জয় কালী বল

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে

ডাকরে মন কালী বলে

ঢল ঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিতচিকুর আসব - আবেশে

তাই কালো রূপ ভালবাসি

তারা আমি নই আটাশে ছেলে

তারা আর কি ক্ষতি হবে

তারা ! তোমার আর কি মনে আছে

তারা - নামে সকলি ঘুচায়

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন তোমার কে মা বুঝবে লীলে

থাকি একখান ভাঙা ঘরে

দিবানিশি ভাবো রে মন অন্তরে করালবদনা

দীন - দয়াময়ী কি হবে শিবে

দুঃখের কথা শোন মা তারা

দূর হয়ে যা যমের ভটা

নব - নীল - নীরদ - তনুরুচি কে

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী

নিতান্ত যাবে দিন , এ দিন যাবে

নিত্যই তোয় বুঝবে কেটা

পতিতপাবনী তারা পতিতপাবনী পরা

পুরলো নাকো মনের আশা

বড়াই কর কিসে গো মা

বল দেখি ভাই কি হয় ম ' লে

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

বসন পর , বসন পর , মাগো !

বামা ও কে এলোকেশে

ভবে আসা , খেলব পাশা

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল

ভাব না কালী ভাবনা কিবা

ভাল নাই মোর কোন কালে

ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে

ভূতের বেগার খাটবো কত

ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে

মন করো না সুখের আশা

মন কেন তোর ভ্রম গেল না

মন কেন মায়ের চরণছাড়া

মন কেনরে ভাবিস এত

মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি

মন গরীবের কি দোষ আছে

মন জান নাকি ঘটবে কি লেঠা

মন তুমি কি রঙ্গে আছ

মন তোরে তাই বলি বলি

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে

মন রে আমার ভোলা মামা

মন রে কৃষি কাজ জান না

মন রে ভালবাস তাঁরে

মন রে শ্যামা মাকে ডাক

মন রে , তোর চরণ ধরি

মন হারালে কাজের গোড়া

মরি ও রমণী কি রণ করে

মা আমায় ঘুরাবি কত

মা আমার অন্তরে আছে

মা আমার খেলান হলো

মা আমার বড় ভয় হয়েছে

মা কত নাচ গো রণে

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত

মা বিরাজে ঘরে ঘরে

মা হওয়া কি মুখের কথা

মাগো আমার দোষী কপাল

মাগো তারা ও শঙ্করি

মায়ার এ পরম কৌতুক

মায়ের এম্নি বিচার বটে

মায়ের চরণতলে স্থান লব

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে

যদি ডুবলো না ডুবায়ে বা ওরে মন - মেয়ে

যারে শমন যারে ফিরি

রসনে , কালী নাম রটরে

শঙ্কর পদতলে , মগনা রিপুদলে

শমন আসার পথ ঘুচেছে

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি

শ্যামা বামে কে

শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী

সমর করে ও কে রমণী

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না

সামাল সামাল ডুবলো তরী

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে

সে কি শুধু শিবের সতী

হয়েছি জোর ফরিয়াদী

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা

হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা

হের কার রমণি নাচে ভয়ঙ্করা বেশ

অকলঙ্ক শশীমুখী , সুধাপানে সদা সুখী



অকলঙ্ক শশীমুখী , সুধাপানে সদা সুখী ,

তনু তনু নিরখি অতনু চমকে ।

না ভাব বিরূপ ভূপ , যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ

পদতলে শবরূপ , বামা রণে কে ।।

শিশু - শশধর - ধরা , সুহাস মধুরাধরা ,

প্রাণ ভরা ভার , ধরা আলো করেছে ।

চিত্তে বিবেচনা কর , নিশাকর দিবাকর ,

বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ||

রামা অগ্রগণ্যা , বটে ধন্যা কার কন্যা ,

কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে |

সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা , নখ কুলা দন্ত মূলা ,

এলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে ||

কবি রামপ্রসাদ ভাষে , রক্ষা কর নিজ দাসে ,

যে জন একান্তে ত্রাসে , মা বলেছে |

তার অপরাধ ক্ষমা , যদি না করিবে শ্যামা ,

তবে গো তোমায় উমা , মা বলিবে কে ||

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী



অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী ।

শিব ধন্য কাশী ধন্য , ধন্য ধন্য আনন্দময়ী ।। ভাগীরথী বিরাজিত , প্রবাহে অর্ধ শশী ।

উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল ঢালিছে দিবানিশি ।।

শিবের ত্রিশূলে কাশী , বেষ্টিত বরুণা - অসী । তন্মধ্যে মরিলে জীব , শিবের শরীরে মিশি ।।

কি মহিমা অন্নপূর্ণার , কেউ থাকে না উপবাসী ।

ওমা , রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার , চরণধূলার অভিলাষী ||

অপার সংসার , নাহি পারাপার



অপার সংসার , নাহি পারাপার ।

ভরসা শ্রীপদ , সঙ্গের সম্পদ ,

বিপদে তারিণী , করগো নিস্তার ।

যে দেখে তরঙ্গ অগাধ বারি ,

ভয়ে কাঁপে অঙ্গ , ডুবে বা মরি ।

দিয়ে চরণ - তরী , তার কৃপা করি ,

কিঙ্কর তোমারি , রাখ এইবার ।।

বহিছে তুফান নাহিক বিরাম ,

থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম ।

পূরাও মনস্কাম , জপি তারানাম ,

তারা তব নাম সংসারের সার ।।

কাল গেল কালী হ ' ল না সাধন ,

প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ।

এ ভববন্ধন , কর বিমোচন ,

মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ||

অভয় চরণ সব লুটালে



অভয় চরণ সব লুটালে |

কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ||

দাতার কন্যা দাতা দিলে , শিখেছিলে মা বাপের কুলে|

তোমার পিতামাতা যেম্নি দাতা , তেম্নি দাতা কি আমায়

হ ’ লে ||

ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা , সে জন তোমার পদতলে

|

সদা ভাঙ খেয়ে সে মত্ত ভোলা , তুষ্ট কেবল বিল্বদলে

||

মা হোয়ে মা জন্মে জন্মে , কত দুঃখ আমায় দিলে |

প্রসাদ বলে এবার মোলে , ডাকবো সর্বনাশী ব’লে||

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি



অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ।

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ।।

কালীনাম কল্পতরু , হৃদয়ে রোপন করেছি ।

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে , দুর্গানাম কিনে এনেছি ।।

দেহের মধ্যে সুজন যে জন , তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি

।

এবার শমন এলে , হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি ।।

সারাৎসার তারানাম , আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি ।

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব ’ লে যাত্রা করে বসে আছি ।।

অসকালে যাব কোথা



অসকালে যাব কোথা ।

আমি ঘুরে এলাম যথা তথা ॥

দিবা হ ' ল অবসান , তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ ,

তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে , স্থান দাও গো জগন্মাতা

॥

শুনেছি শ্রীনাথের কথা , বট চতুর্বর্গদাতা ।

রামপ্রসাদ বলে চরণতলে , রাখবে রাখ এই কথা ।।

আছি তেঁই তরুতলে বসে



আছি তেঁই তরুতলে বসে ।

মনের আনন্দে আর হরিষে ।।

আগে ভাঙ্গবো গাছের পাতা , ডাঁটি ফল ধরিব শেষে ||

রাগ দ্বেষ লোভ আদি রেখে দূরদেশে |

রব রসাতলে হা প্রত্যাশে , ফলিতার্থ সেই রসে ||

ফলের ফলে সুফল লয়ে যাইব নিবাসে |

আমার বিফলকে ফল দিয়ে , ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ||

মন কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে |

খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন সূর্যসম শোষে ||

রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠশুদ্ধি তারাবেশে |

মাগী জানে না যে মনকপাটে খিল দিয়েছি কষে ||

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার



আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার ।

এই যে নন্দিনী আইল , বরণ করিয়া আন ঘরে ।

মুখ - শশী দেখ আসি , যাবে দুঃখরাশি ,

ও চাঁদ - মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে ।

শুনিয়া এ শুভ বাণী , এলোচুলে যায় রাণী , বসন না যায় সম্বরে ।

গদগদ ভাব - ভরে , ঝর ঝর আঁখি ঝরে , পাছে করি ' গিরিবরে , অমনি কাঁদে গলা ধ ' রে ॥

পুনঃ কোলে বসাইয়া , চারুমুখ নিরখিয়া , চুম্বে অরুণ অধরে ।

বলে — জনক তোমার গিরি , পতি জনম - ভিখারী , তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে ॥

যত সহচরীগণ , হয়ে আনন্দিত মন , হেসে হেসে এসে ধরে করে ।

কহে — বৎসরেক ছিলে ভুলে , এত প্রেম কোথা থুলে

, কথা কহ মুখ তুলে , প্রাণ মরে মরে ।

কবি রামপ্রসাদ দাসে , মনে মনে কত হাসে , ভাসে

মহা আনন্দ - সাগরে ।

জননীর আগমনে , উল্লসিত জগজ্জনে , দিবানিশি নাহি

জানে , আনন্দ পাসরে ।।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে



আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে ।

তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম , বাঁধা আছে শিবের কাছে ।।

ও চরণ উদ্ধারের মা , আর কি কোনও উপায় আছে ।

এখন প্রাণপণে খালাস কর , টাটে বা ডুবায় পাছে ।।

যদি বল অমূল্য পদ , মূল্য আবার কি তার আছে ।

ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হ ’ য়ে , শিব ও পদ বাঁধা রেখেছে ।।

বাপের ধনে বেটার স্বত্ব , কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।

রামপ্রসাদ বলে , কুপুত্র ব ’ লে আমায় নিরংশী করেছে ।।

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে



আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে ।

যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ।।

শোনরে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে ।

আমি ছিলেম গৃহবাসী , কেলে সর্বনাশী , আমায় সন্ন্যাসী করেছে ||

মন রসনা এই দুজনা , কালীর নামে দল বেঁধেছে |

ইহা ক ' রে শ্রবণ , রিপু ছয়জন , ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে ||

যে জোরে একঘরে আমি , সে জোর আমার বজায় আছে |

প্রসাদ বলে বেজাত ম ' লে যম যেন আসে না কাছে||

আমার অন্তরে আনন্দময়ী



আমার অন্তরে আনন্দময়ী ।

সদা করিতেছেন কেলি ।

আমি যেভাবে সেভাবে থাকি , নামটি কভু নাহি ভুলি

।

আবার দু ’ আঁখি মুদিলে দেখি , অন্তরেতে মুণ্ডমালী ।।

বিষয়বুদ্ধি হইল হত , আমায় পাগল বোল বলে সকলি

।

আমায় যা বলে তাই বলুক তারা , অন্তে যেন পাই

পাগলী ।।

শ্রীরামপ্রসাদে বলে , মা বিরাজে শতদলে ।

আমি শরণ নিলাম চরণতলে , অন্তে না ফেলিও ঠেলি

।।

আমার কপাল গো তারা



আমার কপাল গো তারা ।

ভাল নয় মা , ভাল নয় মা , ভাল নয় মা কোন কালে ।।

শিশুকালে পিতা মলো , মাগো , রাজ্য নিলে পরে ।

আমি অতি অল্পমতি , ভাসালে সায়রের জলে ।।

স্রোতের শেহালার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে । সবে বল ধর ধর , কেহ নাবে না অগাধ জলে ।।

বনের পুষ্প বেলের পাতা , মাগো , আর দিব আমার মাথা ।

রক্তচন্দন রক্তজবা দিব মায়ের চরণতলে ।।

শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী , শোন গো মা নারায়ণি ।

তনু - অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে ।।

আমার সনদ দেখে যারে



আমার সনদ দেখে যারে ।

আমি কালীর সুত , যমের দূত বলগে যা তোর যমরাজারে ||

সনদ দিলেন গণপতি , পার্বতীর অনুমতি |

আমার হাজির জামিন ষড়ানন , সাক্ষী আছে নন্দীবরে ||

সনদ আনার উরস পাটে , যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে |

তাতে স্ব - অক্ষরে দস্তখৎ , করেছেন যে দিগম্বরে ||

সনদ পেলাম মায়ের কাছে , এতে কি আর গলদ আছে |

প্রসাদ বলে ভয় দেখালে যাবরে মায়ের দরবারে ||

আমি এত দোষী কিসে



আমি এত দোষী কিসে ।

ঐ যে প্রতিদিন হয় দিনযাওয়া ভার , সারাদিন মা কাঁদি বসে ।।

মনে করি গৃহ ছাড়ি , থাকব না আর এমন দেশে ।

তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল , চিন্তারাম চাপরাশী এসে ।।

মনে করি গৃহ ছাড়ি , নামসাধনা করি ব ' সে ।

কিন্তু এমন কল করেছ কালী , বেঁধে রাখে মায়াপাশে ||

কালীর পদে মনের খেদে , দীন রামপ্রসাদে ভাষে ,

আমার সেই যে কালী , মনের কালি ,

হ ' লেম কালি তার বিষয়বশে ||

আমি ওই খেদে খেদ করি



আমি ওই খেদে খেদ করি ।

ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে চুরি ।।

মনে করি তোমার নাম করি , আবার সময়ে পাসরি ।

আমি বুঝেছি আশয় পেয়েছি , জেনেছি তোমার চাতুরী ।।

কিছু দিলে না পেলে না , নিলে না খেলে না , সে দোষ কি আমারি ।

যদি দিতে পেতে , নিতে খেতে , দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ।।

যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি ।।

ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ।

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে আঁখঠারি ।

ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ।।

আমি কবে কাশীবাসী হব



আমি কবে কাশীবাসী হব ।

সেই আনন্দকাননে গিয়ে , নিরানন্দ নিবারিব ।।

গঙ্গাজল - বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব ।

ঐ বারাণসী - জলে - স্থলে , ম ’ লে পরে মোক্ষ পাব ||

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব |

আর বম্ বম্ বম্ ভোলা ব ’ লে নৃত্য ক ’ রে গাল বাজাব ||

আমি কি দুঃখেরে ডরাই



আমি কি দুঃখেরে ডরাই ।

ভবে দেও দুঃখ মা , আর কত চাই ।।

আগে পাছে দুঃখ চলে মা , যদি কোনখানেতে যাই ।

তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ।।

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা , বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।

আমি এমন বিষের কৃমি মাগো , বিষের বোঝা নিয়ে

বেড়াই ||

প্রসাদ বলে , ব্রহ্মময়ি , বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরা |

দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে , আমি করি দুঃখের

বড়াই ||

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা



আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা ।

ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥

চেন না আমারে শমন , চিনলে পরে হবে সোজা ।

আমি শ্যামা মা ’ র দরবারে থাকি , অভয় পদের বইরে বোঝা ॥

ক্ষেমার খাসে আছি বসে , নাই মহালে শুকা হাজা ।

দেখ বালিচাপা সিকত নদী , তাতেও মহাল আছে তাজা ॥

প্রসাদ বলে শমন তুমি , বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ।

ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ , জান না সে পদের মজা ।

আমি তাই অভিমান করি



আমি তাই অভিমান করি ।

আমায় করেছ যে মা সংসারী ।।

অর্থ বিনা ব্যর্থ জীবন সংসারে সবারি ।

ওমা তুমিও কোন্দল করেছ , বলিয়ে শিব ভিখারী ।।

জ্ঞানধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে , দানধর্ম তদুপরি ।

ওমা বিনা দানে মথুরাপারে যাননি সেই ব্রজেশ্বরী ।।

নাতোয়ানি কাচ কাচ মা , অঙ্গে ভষ্মভূষণ পরি ।

ওমা কোথায় লুকাবে বল , তোমার কুবের ভাণ্ডারী ।।

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা , এত কেন হ ' লে ভারি ।

যদি রাখ পদে , থেকে পদে , পদে পদে বিপদ সারি ।।

আমি নয় পলাতক আসামী



আমি নয় পলাতক আসামী ।

ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ।।

বাজে জমা পাওনি যে মা , ছাটে জমি আছে কমি ।

আমি মহামন্ত্র মোহর করা , কবচ রাখি সালতামামি ।।

আমি মায়ের খাসে আছি ব ' সে , আসল ক ' সে সারে জমি ।

এবার তোমার নামের জোরে , থাকব ধ ' রে নিষ্কর ক ' রে লব ভূমি ।।

প্রসাদ বলে খাজনা বাকি , নাইকো রাখি কড়া জমি ।

যদি ডুবাও দুঃখ - সিন্ধু - মাঝে , ডুবেও পদে হব হাসি ||

আর কাজ কি আমার কাশী



আর কাজ কি আমার কাশী ? মায়ের পদতলে পড়ে আছে , গয়া গঙ্গা বারাণসী ||

হৃৎকমলে ধ্যানকালে , আনন্দসাগরে ভাসি |

ওরে কালীপদে কোকনদ , সে যে তীর্থ রাশি রাশি ||

কালীনামে পাপ কোথা , মাথা নাই তার মাথাব্যথা |

ওরে অনলদাহন যথা করে তুলারাশি ||

গয়ায় করে পিণ্ডদান , পিতৃঋণে পায় ত্রাণ |

ওরে যে করে কালীর ধ্যান , তার গয়া শুনে হাসি ||

কাশীতে মঁলেই মুক্তি , এ বটে শিবের উক্তি |

ওরে সকলের মূল ভক্তি , মুক্তি হয় মন তার দাসী ||

নির্বাণে কি আছে ফল , জলেতে মিশায় জল |

ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় , চিনি খেতে ভালবাসি ||

কৌতুকে প্রসাদ বলে , করুণানিধির বলে |

ওরে চতুর্বর্গ করতলে , ভাবিলে রে এলোকেশী ||

আর তোরে না ডাকব কালী



আর তোরে না ডাকব কালী ।

তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি ।।

দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি ।

ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে , মা হয়ে তার মাথা খেলি ।।

রামপ্রসাদ বলে মা গো এবার কালী কি করিলি ।

ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে ভরা তুলে লাভে মূলে ডুবাইলি ।।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা



আর বাণিজ্যে কি বাসনা ।

ওরে আমার মন বল না ।।

ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী , সুখে সাদ সেই হ ' ল না

।।

ব্যজনে পবন বাস , চালনেতে সুপ্রকাশ ।

মনরে , ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী , নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা

।।

কানে যদি ঢোকে জল , বার করে যে জানে কল ,

মনরে , ওরে সে জলে মিশায়ে জল , ঐহিকের এরূপ ভাবনা ||

ঘরে আছে মহারত্ন , ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন |

মনরে , ওরে শ্রীনাথ - দত্ত ধর তত্ত্ব কলের কপাট খোল না ||

অপূর্ব জন্মিল নাতি , বুড়া দাদা দিদিঘাতী , মনরে ,

ওরে জনম মরণাশৌচ , সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ||

প্রসাদ বলে বারে বারে , না চিনিলে আপনারে ,

মনরে , ওরে সিন্দূর বিধবার ভালে , মরি কিবা বিবেচনা ||

আর ভুলালে ভুলবো না গো



আর ভুলালে ভুলবো না গো ।

আমি অভয় পদ সার করেছি , ভয়ে হেলব দুলব না গো ।।

বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো ।

সুখদুঃখ ভেবে সমান , মনের আগুন তুলবো না গো ।।

ধনলাভে মত্ত হয়ে , দ্বারে দ্বারে বুলব না গো ।।

আশাবায়ুগ্রস্থ হয়ে , প্রেমের গাছে ঝুলব না গো ।

রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি , ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ।।

ইথে কি আর বিপদ আছে



ইথে কি আর বিপদ আছে ।

এই যে তারার জমি আমার দেহমাঝে ।

যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে , মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে

।।

ধৈর্যখুঁটা , ধর্মবেড়া , এদেহে চৌদিক ঘিরেছে । এখন

কাল চোরে কি করতে পারে , মহাকাল রক্ষক হয়েছে

।।

দেখে শুনে ছয়টা বলদ , ঘর হ ’ তে বাহির হয়েছে ।

কালীনাম - অস্ত্রের তীক্ষ্নধারে , পাপতৃণ সব কেটেছে

।।

প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায় , অহর্নিশি বর্ষিয়েছে ।

প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে , চতুর্বর্গ ফল ধরেছে ।।

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই



এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণা - প্রেমে না গেলে

।

ওরে এ রসনায় ধিক ধিক কালীনাম নাহি বলে ।।

কালীরূপ যে না হেরে , পাপ - চক্ষু বলি তারে ,

ওরে , সেই যে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে ।।

সে কর্ণে পড়ুক বাজ , থেকে তার কিবা কাজ ,

ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ||

যে করে উদর ভরে , সে করে কি সাধ করে ,

ওরে না পূরে অঞ্জলি যদি চন্দন - জবা - বিল্বদলে ||

সে চরণে কাজ কিবা , মিছা শ্রম রাত্রিদিবা ,

ওরে কালীমূর্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ||

ইন্দ্রিয় অবশ যার , দেবতা কি বশ তার ,

রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে ||

এ সংসারে ডরি কারে



এ সংসারে ডরি কারে , রাজা যার মা মহেশ্বরী ।

আনন্দে আনন্দময়ীর , খাস তালুকে বসত করি ।।

নাইকো জরিপ জমাবন্দী , তালুক হয় না লাটে বন্দী মা

।

আমি ভেবে কিছু পাই নে সন্ধি , শিব হয়েছেন কর্মচারী

।।

নাইকো কিছু অন্য লেঠা , দিতে হয় না মাথট বাটা মা

।

জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা , ঐটা করি মালগুজারি ||

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ , আছে এ মনের সাধ মা |

আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি , ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ||

একবার ডাকরে কালী তারা ব ' ল



একবার ডাকরে কালী তারা ব ' লে , জোর ক ' রে রসনে ।

ও তোর ভয় কিরে শমনে ।।

কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী , যার হৃদে জাগে এলোকেশী ।

তার কাজ কি ধর্মকর্ম , ও তাঁর মর্ম যেবা জানে ।।

ভজনের ছিল ভরসা , সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা ।

রামপ্রসাদের এই দশা , দ্বিভাবে ভেবে মনে ।।

এবার আমি করব কৃষি



এবার আমি করব কৃষি । ওগো , এ ভবসংসারে আসি

॥

তুমি কৃপাবিন্দুপাত করিয়ে , ব ' সে দেখ রাজমহিষী ॥

দেহ - জমির জঙ্গল বেশী , সাধ্য কি মা সকল চষি ।

মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে , আনন্দসাগরে ভাসি ॥

হৃদয়মধ্যেতে আছে , পাপরূপী তৃণরাশি ।

কত দুঃখ - কাঁটা পায়ে ফোটে , মুক্ত কর মা মুক্তকেশী ||

কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতেছে অহর্নিশি |

আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে , শস্য পাব রাশি রাশি ||

প্রসাদ বলে চাষে বাসে , মিছে মন অভিলাষী |

আমার মনের বাসনা , তারার ও রাঙ্গা চরণে মিশি ||

এবার আমি বুঝব হরে



এবার আমি বুঝব হরে ।

মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ।।

ভোলানাথের ভুল ধরেছি , বলবো এবার যারে তারে ।

ভোলা আপন ভাল চায় যদি , সে চরণ ছেড়ে দিক আমারে ।।

পিতাপুত্রে এক ক্ষেত্রে , দেখামাত্রে বলবো তারে ।

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ , হৃদে ধরে কেমন ক ' রে ।।

মায়ের ধন সন্তানে পায় , সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ।

ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ , মিছে মরণ দেখায় কারে ।।

শিবের দোষ বলি যদি , বাজে আপন গার উপরে ।

রামপ্রসাদ বলে ভয় করি নে , মায়ের অভয় পদের জোরে ।।

এবার আমি সার ভেবেছি



এবার আমি সার ভেবেছি ।

এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ।।

যে দেশে রজনী নাই মা , সে দেশের এক লোক

পেয়েছি ।

আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা , সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ।।

ঘুমি ছুটেছে আর কি ঘুমাই , যোগে যাগে জেগে আছি

।

এবার যার ঘুম তারে দিয়ে , ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ।।

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে , সোনাতে রঙ ধরায়েছি ।

মণিমন্দির মেজে দিব , মনে এই আশা করেছি ।।

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি ।

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ।।

এবার কালী কুলাইব



এবার কালী কুলাইব ।

কালী কোষে কালী বুঝে লব ।।

সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা , কেমন করে তায় রাখিব ।

আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি , হৃদিপদ্মে নাচাইব ।।

কালীপদের পদ্ধতি যা , মন তোরে তা জানাইব ।

আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা , সে কটাকে কেটে দিব ।।

কালী ভেবে কালি হ ' য়ে , কালী ব ' লে কাল কাটাব ।

আমি কালাকালে কালের মুখে কালি দিয়ে চলে যাব ।।

প্রসাদ বলে আর কেন মা , আর কত গো প্রকাশিব ।

আমার কিল খেয়ে কিল চুরি , তবু কালী বুলি না ছাড়িব ।।

এবার বাজি ভোর হল



এবার বাজি ভোর হল ।

ও মন কি খেলা বল ।।

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ , পঞ্চে আমায় দাগা দিল ।

এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটি বিপাকে মলো ।। দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো ।

তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হ ' লো ।।

দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল ।

ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো ।।

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই ছিল ।

ওরে অতঃপরে কোণার ঘরে পীলের কিস্তি মাত হ ’ ল ।।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি



এবার ভাল ভাব পেয়েছি ।

কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ।।

ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবীকে ভাল ভুলিয়েছি ।

তাই রাগ দ্বেষ , লোভ ত্যজে সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ।।

তারানাম সারাৎসার , আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি ।

সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে , দুর্গানামের কাচ করেছি ।।

প্রসাদ ভাবে যেতে হবে , একথা নিশ্চিত জেনেছি ।

লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল , যাত্রা ক ' রে ব '

সে আছি ।।

এমন দিন কি হবে মা তারা



এমন দিন কি হবে মা তারা ।

যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে ধরবে ধারা ।।

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে , মনের আঁধার যাবে ছুটে ,

তখন ধরাতলে পড়বো লুটে , তারা বলে হব সারা ।।

ত্যজিব সব ভেদাভেদ , ঘুচে যাবে মনের খেদ ,

ওরে শত শত সত্য বেদ , তারা আমার নিরাকারা ||

শ্রীরামপ্রসাদ রটে , মা বিরাজে সর্বঘটে ,

ওরে অন্ধ আঁখি দেখ রে মাকে , তিমিরে তিমির ভরা

||

এলো চিকুরনিকর নরকর কটীতটে



এলো চিকুরনিকর নরকর কটীতটে , হরে বিহরে রূপসী |

সুধাংশু তপন , দহন নয়ন , বয়ানবরে বসি শশী ||

শবশিশু ইষু , শ্রুতিতলে , বামকরে মুণ্ড অসি ।

বামেতর কর , যাচে অভয় বর , বরাঙ্গনা রূপ মসী ।।

সদা মদালসে , কলেবর খসে , হাসে প্রকাশে সুধারাশি ।

সমস্ত স্ববাসা , মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা , সুরেশানুকূলা ষোড়শী ।।

প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া ভবার্ণব ভয় বাসি । জনুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ।।

এলোকেশী দিগ্বসনা



এলোকেশী দিগ্বসনা কালী পুরাও মোর মনোবাসনা ।

যে বাসনা মনে রাখি , তার লেশ মা নাহি দেখি ,

আমায় হবে কি না হবে দয়া , বলে দে মা ঠিক - ঠিকানা ।।

যে বাসনা মনে আছে , বলেছি মা তোমার কাছে ,

ওমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানে না ।

এলোকেশে , কে শবে , এলো রে বামা



এলোকেশে , কে শবে , এলো রে বামা ।

নখর - নিকর হিমকরবর , রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধারা ॥

নব নব সঙ্গিনী , নব রস - রঙ্গিনী , হাসত ভাষত নাচত বামা ।

কুলবালা বাহুবলে , প্রবল দনুজদলে , ধরাতলে হতরিপু সমা ॥

ভৈরব ভূত প্রমথগণ , ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা ।

করে করে ধরে তাল , ববম্ বম্ বাজে গাল , ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা ।।

ভবভয়ভঞ্জন , হেতু কবিরঞ্জন , মুঞ্চতি করম সুনামা ।

তব গুণশ্রবণ , সতত মম মনে , ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ।।

এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসি রে



এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসি রে ।

যুক্তি করি মনে প্রাণে , পিঞ্জর গড়ব গুরু - চরণে রে ।।

পদে লুকায়ে সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে ।

মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে ।।

গুরু দিয়েছেন যে ধন , অভয় - চরণ কেমনে খরচ করি রে ।

শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করি রে ।

মধুপুরী যাব , মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরি রে ||

ও কার রমণী সমরে নাচিছে



ও কার রমণী সমরে নাচিছে |

দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ||

তনু নব - ধারা - ধর , রুধির ধারা - নিকর , কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে ||

বদন বিমল শশী , কত সুধা ক্ষরে হাসি , কালরূপে তমো রাশি রাশি নাশিছে ||

কহে কবি রামপ্রসাদে , কালিকা - কমল - পাদে , মুক্তিহেতু যোগী হৃদে ভাসিছে ||

ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ



ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত কেশ |

বসনহীনা কে সমরে ||

মদনমথন উরসে রূপসী , হাসি হাসি বামা বিহরে |

প্রলয়কালীন জলদ গর্জে , তিষ্ট তিষ্ট সতত তর্জে ,

জন - মনোহরা শমন - সোদরা গর্ব খর্ব করে ||

শাস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা , প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা |

ক্রুদ্ধ নয়নে , নিরখে যে জনে , গমন শমন - নগরে
।

কলয়িত প্রসাদ হে জগদম্বে , সমর নিপাত রিপুকদম্বে ,

সম্বর বেশ , কুরু কৃপালেশ , রক্ষ বিবুধ - নিকরে ।।

ও গো রাণি , নগরে কোলাহল , উঠ , চল চল



ও গো রাণি , নগরে কোলাহল , উঠ , চল চল ,

নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।

চল , বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া , এসো না সঙ্গে আমার গো ||

জয়া , কি কথা কহিলি , আমারে কিনিলি , কি দিলি শুভ সমাচার |

তোমার অদেয় কি আছে , এসে দেখি কাছে , প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ||

রাণী ভাসে প্রেম - জলে , দ্রুতগতি চলে , খসিল কুন্তল - ভার |

নিকটে দেখে যারে , সুধাইছে তারে — গৌরী কত দূরে আর গো ||

যেতে যেতে পথ , উপনীত রথ , নিরখি বদন উমার |

বলে — মা এলে , মা এলে , মা কি মা ভুলেছিলে ;
মা বলে , একি কথা মার গো ||

রথ হ ' তে নামিয়া শঙ্করী , মায়েরে প্রণাম করি ,
সান্ত্বনা করে বারবার |

দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে , এমন শুভদিন আর
কার গো ||

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি



ওরে মন কি ব্যাপারে এলি ।

ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া , লাভে মূলে হারাইলি ।

গুরুদত্ত রত্ন ভরে , কেন ব্যাপার না করিলি ।

ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত , মধ্যে তরী ডুবাইলি ।।

শ্রীরামপ্রসাদে বলে , সে অর্থ কেন না আনিলি ।

ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি , মহাজনকে মজাইলি ।।

ওরে মন বলি , ভজ কালী



ওরে মন বলি , ভজ কালী , ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।

সদা গুরুদত্ত মন্ত্র কর , দিবানিশি জপ করে ।।

শয়নে প্রণাম জ্ঞান , নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান ।

ওরে নগর ফির মনে কর , প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ।।

যত শোন কর্ণপটে , সকলি মায়ের মন্ত্র বটে ।

কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী , বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ||

কৌতুকে রাম্প্রসাদ রটে , ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে |

ওরে আহার কর , মনে কর , আহুতি দিই শ্যামা মারে ||

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে



ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে |

তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ , সে মোরে অভয় দিয়াছ ||

ইজারায় পাট্টা পেয়ে এত কি গৌরব বেড়েছে |

ওরে স্বয়ং থাকতে , কুশের পুতুল কে কোথা দাহন করেছে ||

হিসাব বাকি থাকে যদি , দিব নারে তোদের কাছে |

ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই , কোন দেশেতে কে দিয়াছে ||

শিবরাজ্যে বসতি করি , শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে |

রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে , ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ||

করুণাময়ী ! কে বলে তোরে দয়াময়ী



করুণাময়ী ! কে বলে তোরে দয়াময়ী ।

কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা),

আমার এম্নি দশা , শাকে অন্ন মেলে কৈ ।।

কারো দিলে ধন জন মা , হস্তী অশ্ব রথচয় ।

ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর ,

আমি কি তোর কেহ নই ।

কেহ থাকে অট্টালিকায় , মনে করি তেম্নি হই ।

মা গো , আমি তোর পাকা ক্ষেতে দিয়াছিলাম মই ।।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে , আমার কপাল বুঝি অম্নি অই ।

ওমা , আমার দশা দেখে বুঝি , শ্যামা হলে পাষাণময়ী ।।

কাজ কি আমার কাশী



কাজ কি আমার কাশী ।

যাঁর কৃত কাশী তদুরসি বিগলিতকেশী ।।

সেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি ।

সেই হ ' তে মণিকর্ণি ব ' লে তারে ঘোষি ।।

অসী - বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী ।

মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি ।।

কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি ।

ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ - মহিষী ।।

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তো না বাসি ।

ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি ॥

কাজ কি মা ! সামান্য ধনে



কাজ কি মা ! সামান্য ধনে ।

ও কে কাঁদছে কে গো তোর ধন বিহনে ॥

সামান্য ধন দিবে তারা , প ’ ড়ে রবে ঘরের কোণে ।

যদি দেও মা আমার অভয় চরণ , রাখি হৃদি - পদ্মাসনে ।।

গুরু আমায় কৃপা ক ’ রে মা , যে ধন দিলে কানে কানে ।

এমন গুরু - আরাধিত মন্ত্র , তাও হারালেম সাধন বিনে ।।

প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা , হবে তোমার নিজ গুণে ।

আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা ব ’ লে স্থান পাই যেন ঐ চরণে ।।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী



কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী ।

কালীর চরণ কৈবল্যরাশি ।।

সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী ।

যদি সন্ধ্যা জান , শাস্ত্র মান , কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ।।

হৃৎকমলে ভাব ব ’ সে , চতুর্ভূজা মুক্তকেশী ।

রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবানিশি ।।

কালী কালী বল রসনা



কালী কালী বল রসনা ।

কর পদধ্যান , নামামৃত পান , যদি হতে ত্রাণ , থাকে বাসনা ।।

ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন , সঙ্গের দোসরনহে কোন জন ।

দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন , বিনে এই চরণ কেহ কার না ||

দুর্গানাম মুখে বল একবার , সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার |

অনিত্য সংসার নাহি পারাবার , সকলি অসার ভেবে দেখ না ||

গেল গেল কাল বিফলে গেল , দেখনা কালান্ত নিকটে এল |

প্রসাদ বলে ভাল , কালী কালী বল , দূর হবে সব যমযন্ত্রণা ||

কালী গো কেন লেংটা ফের



কালী গো কেন লেংটা ফের ।

ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ।।

বসন - ভূষণ নাই তোমার মা , রাজার মেয়ে গৌরব কর ।

মাগো , এই কি তোমার কূলের ধর্ম , পতির উপর চরণ ধর ||

আপনি লেংটা , পতি লেংটা , শ্মশানে মশানে চর |

মাগো , আমরা সবে মরি লাজে , এবার মেয়ে বসন পর ||

ত্যজি রত্নহার মা , তোমার ও কণ্ঠে শোভে নরশির |

প্রসাদ বলে ঐ রূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর ||

কালী তারার নাম জপ মুখে রে



কালী তারার নাম জপ মুখে রে ।
যে নামে শমনভয় যাবে দূরে রে ॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী , হইল শ্মশানবাসী ।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ন আপায় ভাবিয়া রে ॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা , লোকে বলে ডুবে রে ।
তবু ভুলাইতে পার যদি , ভোলানাথের মন রে ॥
আমি অতি মূঢ়মতি , না জানি ভকতিস্তুতি ।
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি , চরণতলে রেখো রে ॥

কালী বল রসনা রে



কালী বল রসনা রে ।

ও মন , ষটচক্র - রথমধ্যে , শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ।।

তিনটি কাছি কাছাকাছি , যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায় , রথ চালায় দেশদেশান্তরে ।।

জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে , দিনেতে দশকুশী মারে ।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে , কলে বিকল হলে পরে ।।

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ , মন উচাটন করো না রে ।
ও মন , ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস , শীতল হবে অন্তঃপুরে ।।

পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে , ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।

ও মন , এইত সময় মিছে কাল যায় , (যত)

ডাকতে পার দু ’ অক্ষরে ||

কালী সব ঘুচালি ল্যাটা



কালী সব ঘুচালি ল্যাটা ।

আগম নিগম শিবের বচন , মানবি কি না মানবি সেটা ||

শ্মশান পেলে ভালবাস মা , তুচ্ছ কর মণিকোটা |

মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন , ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোটা ||

যে জন তোমার ভক্ত হয় মা , ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা |

তার কটিতে কৌপিন মেলে না , গায় ছালি আর মাথায় জটা ||

ভূতলে আনিয়ে মাগো , করলে আমায় লোহাপেটা |

আমি তবু কালী বলে ডাকি , সাবাস আমার বুকের পাটা ||

চাকলা জুড়ে নাম রটেছে , শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা |

এ যে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার , ইহার মর্ম বুঝবে কেটা ||

কালী হলি মা রাসবিহারী



কালী হলি মা রাসবিহারী

নটবরবেশে বৃন্দাবনে ।

পৃথক প্রণব নানা লীলা তব , কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ।।

নিজ তনু আধা , গুণবতী রাধা , আপনি পুরুষ আপনি নারী ।

ছিল বিবসন কটি , এবে পীত ধটী , এলো চুল চূড়া বংশীধারী ।।

আগেতে কুটিল নয়ন - অপাঙ্গে , মোহিত করেছ ত্রিপুরারি

|

এবে নিজ কাল , তনুরেখা ভাল , ভূলালে নাগরী নয়ন

ঠারী ||

ছিল ঘন ঘন হাস , ত্রিভূবন - ত্রাস এবে মৃদু হাস ,

ভুলে ব্রজকুমারী |

পূর্বে শোণিত - সাগরে নেচেছিলে শ্যামা , এবে প্রিয় তব

যমুনাবারি ||

প্রসাদ হাসিছে , সরসে ভাসিছে , বুঝেছি জননী মনে

বিচারি |

মহাকাল কানু , শ্যামা শ্যাম তনু , একই সকল বুঝিতে নারি ||

কালীগুণ গেয়ে , বগল বাজায়ে



কালীগুণ গেয়ে , বগল বাজায়ে |

এ তনু - তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে |

ভবের ভাবনা কিবা , মনকে কর নেয়ে ||

দক্ষিণা বাতাস মূল , পৃষ্ঠদেশে অনুকূল , কাল রবে চেয়ে |

শিব নহেন মিথ্যাবাদী , আজ্ঞাকারী অণিমাদি , প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ||

কালীপদ মরকত আলানে



কালীপদ মরকত আলানে , মনকুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে ।

কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়গে , কর্মপাশ ফেল কেটে ।।

নিতান্ত বিষয়াসক্ত , মাথায় কর বেসার বেটে ।

ওরে একে পঞ্চভূতের ভার , আবার ভূতের বেগার মর খেটে ।।

সতত ত্রিতাপের তাপে , হৃদিভূমি গেল ফেটে ।

নবকাদম্বিনীর বিড়ম্বনা , পরমায়ু যায় ঘেঁটে ।।

নানা তীর্থপর্যটনে , শ্রমমাত্র পথ হেঁটে ।

পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে ।।

রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয় , মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে ।

এখন ব্রহ্মময়ীর নাম ক ’ রে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ||

কালীর নাম বড় মিঠা



কালীর নাম বড় মিঠা |

সদা গান কর পান কর এটা ||

ওরে ধিক রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ||

নিরাকার সাকার ককার , ককার সবাকার ভিটা |

ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম , ইহার পর আর আছে কেটা ||

কালী যার হৃদে জাগে , হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা |

সে যে কাল হলে মহাকাল হয় , কালে দিয়ে হাততালিটা ||

জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্মাধর্ম কর ঘিটা |

তুমি মন কর বিল্বদল , স্রুব কর যত্ন যেটা ||

প্রসাদ বলে হৃদিভূমির বিরোধ মেনে গেল মিটা |

আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর , দেবোত্তরে দাগা চিঠা ||

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে



কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে ।

শোনরে শমন তোরে কই , আমি তো আটাশে নই ,

তোর কথা কেন রব সয়ে ।

ছেলের হাতে মোয়া নয় যে খাবে ভোগা দিয়ে ।।

কটু বলবি সাজাই পাবি , মাকে দিব কয়ে ।

সে যে কৃতান্ত - দলনী শ্যামা , বড় খ্যাপা মেয়ে ।।

শ্রীরামপ্রসাদে কয় , যেন শ্যামাগুণ গেয়ে ,

আমি ফাঁকি দিয়ে চ ' লে যাব , চক্ষে ধূলা দিয়ে ||

কুলবালা উলঙ্গ , ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ



কুলবালা উলঙ্গ , ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ , তরুণ বয়েস |

দনুজ - দলনা ললনা , সমরে শবে , বিগলিত কেশ

||

ঘন ঘোর নিনাদিনী , সমরে বিবাদিনী , মদনোন্মাদিনী বেশ

||

ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে , ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে ,

রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ ||

গজ রথ রথী করত গ্রাস , সুরাসুর - নর - হৃদয়ত্রাস ,

দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর , নর - কর কটিদেশ

|

কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে , করুণাং কুরু জননী কালিকে

,

ভব - পারাবার তরাবার ভার , হরবধূ হর ক্লেশ ||

কে জানে রে কালী কেমন



কে জানে রে কালী কেমন ।

ষড়দর্শনে না পায় দরশন ।।

কালী পদ্মবনে হংস সনে , হংসীরূপে করে রমণ ।

তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে , সদা যোগী করে মনন ।।

আত্মারামের আত্মা কালী , প্রমাণ প্রণবের মতন ।

তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ||

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড , প্রকাণ্ড তা জান কেমন |

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম , অন্য কেবা জানে তেমন ||

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে , সন্তরণে সিন্ধুগমন |

আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না , ধরবে শশী হয়ে বামন ||

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী



কে মোহিনী ভালে ভাল শশী , পরম রূপসী ,

বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী ।

তনু অনু অমানিশা , দিগম্বরী বালা কৃশা ,

সব্যে বরাভয় , বামকরে মুণ্ড অসি ॥

মরি কিবা অপরূপ , নিরখ দনুজ - ভূপ ,

সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী ।

জয়ী হব যার বলে , সেই প্রভু শব ছলে ,

পদে মহাকাল , কালরূপ হেন বাসি ||

নানারূপ মায়া ধরে , কটাক্ষে মানস হরে ,

ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি |

ক্ষণে ধরাতলে ছুটে , ক্ষণেকে আকাশে উঠে ,

গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি্

ভণে রামপ্রসাদ সার , না জান মহিমা মা ' র ,

চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী |

যেই শ্যাম সেই শ্যামা , অকারে আকারে বামা ,

আকার করিয়া লোপ , অসি ভাব বাঁশী ||

কে রে ওই মনোমোহিনী



কে রে ওই মনোমোহিনী ||

ঢল ঢল ঢল তরিৎপুঞ্জ , মণিমকরতকান্তিছটা ,

এ কি চিত্তলাঞ্ছনা , দৈত্যছলনা , ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ||

সপ্ত পেতি , সপ্ত হেতি , সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী |

শশিখণ্ড শিরসি , মহেশ উরসি , হরের রূপসী একাকিনী

||

ললাট ফলকে , অলকা ঝলকে , নাসানকলে বেসরে

মণি |

মরি ! হেরি এ কি রূপ , দেখ দেখ ভূপ , সুধারসকূপ

, বদনখানি ||

শ্মশানে বাস অট্টহাস , কেশপাশ কাদম্বিনী |

বামা সমরে বরদা , অসুর দরদা , নিকটে প্রমদা প্রমাদ

গণি ||

কহিছে প্রসাদ, না করো বিবাদ,

করিল প্রমাদ, স্বরূপে গণি|

সমরে হবনা জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে,

করুণাময়ী রে, বলো জননী||

কেন গঙ্গাবাসী হব



কেন গঙ্গাবাসী হবো।

ঘরে বসে মায়ের নাম গাইবা।।

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন,

পরের রাজ্যে বাস করিবো।

কালীর চরণতলে কত শত,

গয়া গঙ্গা দেখতে পাব।।

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব।

আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,

বিমাতাকে মা বলিব।।

কেবল আসার আশা ভবে আসা



কেবল আসার আশা, ভবে আসা; আসা মাত্র হলো

যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো|

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছল

ও মা! মিঠার লোভে তিতমুখে সারী দিনটা গেলো||

মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভুতলে

এবার যে খেলা খেলালে মাগো; আশা না পুরিলো||

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো

এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো||

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা



দেখি মা কেমন করে আমারে ছাড়ায়ে যাবা

ছেলের হাতের কলা নয় মা;

ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ।

এমন ছাপান ছাপাইব;

মা গো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা

বৎস পাছে গাভী যেন;

তেমনই পাছে পাছে ধাবা|

প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি;

মা গো দিতে পার পেলে হাবা।

আমায় যদি না তরাও মা;

শিব হবে তোমার বাবা।।

কে রে বামা কার কামিনী



কে রে বামা কার কামিনী।

বসে কমলে ওই একাকিনী|

বামা হাসছে বদনে নয়ন-কোণে

নির্গত হয় সৌদামিনী|

এ জনমে এমন কন্যে না দেখি না কর্ণে শুনি

গজ খাচ্ছে ধরে; ফিরে উগরে; ষোড়শী নবযৌবনী||

গিরি, এবার আমার উমা এলে



গিরি;, এবার আমার উমা এলে,

আর উমা পাঠাব না

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না|

যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়;

এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,

জামাই বলে মানব না||

দ্বিজ রমপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ প্রাণে সয়;,

তিনি শ্মশানে মশানে ফিরে,

ঘরের ভাবনা না ||

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে



গেল দিন মিছে রঙ্গরসে।

আমি কাজ হারালেম কালের বশে।

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশবিদেশে

তখন ভাই বন্ধু দারা সুত

সবাই ছিল আমার বশে।।

এখন ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে

সেই ভাই বন্ধ দারা সুত,

নির্ধন বলে সবাই রোষে ||

যমদূত আসি শিয়রেতে বসি,

ধরবে যখন অগ্রকেশে |

তখন সাজায়ে মাচা, কলসি কাচা,

বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে ||

হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,

যে যার যাবে আপন বাসে |

রামপ্রসাদ মল, কান্না গেল;

অন্ন খাবে অনায়াসে ||

গেল না, গেল না, দুঃখের কপাল|



গেল না , গেল না , দুঃখের কপাল |

গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,

ছাড়িয়ে ছাড়ে না, মাসী হল কাল ||

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ ,

মাসি এসে তাহে দেয়না দুখ,

মাসির মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা

দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ||

দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,

জন্মে মাতৃকূলে না করিলাম বাস,

পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হইল কালা,

তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল||

চিকন কালোরুপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে



চিকন কালোরুপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে

অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল;
হিমকরনিকর রাজিত নখরে
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমিরকলাপ নাশে;
ভাযে সুধা আমত ক্ষরে রে ।
ভ্রমে কোকনদদল মধুকর চঞ্চল ,
লঘুগতি পতিত যুবতি-অধরে ।।
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কী কঠিনা দয়া না করে ।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শর খর,
কত কত শত শত রে ।।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,

ভাবিয়া নয়ন ঝরে ।

ও পদপঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু,

মামক মানস আশ ধরে ।।

ছি ছি মন তুই বিষম লোভা



ছি ছি মন তুই বিষম লোভা ।

কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা ॥

ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা

ওরে, জ্ঞান-খড়্গে বলিদান,

করিলে কৈবল্য পাবা ॥

কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা ।

ওরে, মায়াসূত্র, ভেদসূত্রে,

তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥

আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা ।

রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,

ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥

ছি ছি মনভ্রমরা দিলি বাজি



ছি ছি মনভ্রমরা দিলি বাজি ।

কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজে

বিষয়বিষে হলি রাজি ॥

দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ,

লোকে তোমায় কয় রাজাজি ।

সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি,

অহংকারমদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজি ।

তুমি ঠেকবে যখন, শিখবে তখন,

করবে কালে পাপোসবাজি ॥

বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি ।

পড়ে চোরের কোটায়, মন টুটায়,

যে ভজে সে মত্ত গাঁজি ॥

কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আসবে হাজি ।

যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কী করিবে ও বাবাজি ॥

জগত-জননি তুমি গো মা তারা



জগত-জননি তুমি গো মা তারা ।

জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,

আমি কি জগত-ছাড়া গো মা তারা ॥

দিবা অবসানে রজনি কালে,

দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে ।

মম জীর্ণ-তরি, মা আছে কান্ডারি,

তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ‖

দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা,

মা হয়ে পাঠাইলে মাসির পারা ।

কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম শিখিলে,

মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ‖

জয় কালী জয় কালী বলে



জয় কালী জয় কালী বলে,

জেগে থাকোরে মন ।

তুমি ঘুম যেয়ো নারে ভোলা,

মন ঘুমেতে হারাবে ধন ॥

নবদ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,

হইবে যখন অচেতন ।

তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁদ,

হরে লবে সব রতন ॥

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে



জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে ।

ভবে আমার কী হইবে গো মা ॥

অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়,

জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময় ।

ও সে যখন যারে মনে করে,

তখন তারে ধরে কেশে ॥

পলাবার পথ নাইকো জালে,

পলাবি কী মন ঘেরেছে কালে ।

রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাকো,

শমন দমন করবে এসে ॥

ডাকোরে মন কালী বলে



ডাকোরে মন কালী বলে ।

আমি এই স্তুতি মিনতি করি,

ভুলো না মন সময়কালে ॥

এ সব ঐশ্বর্য ত্যজো, ব্রহ্মময়ী কালী ভজো,

ওরে ও পদপঙ্কজে মজো, চতুর্বর্গ পাবে হেলে ।

বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,

ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে,

কাল-ফাঁসি লাগবে গলে ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে,

ওরে এখন যদি না ভজিলে,

আমসি খাবে আম ফুরালে ॥

ঢলঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে



ঢলঢল জলদবরণী এ কার রমণী রে ।

নিরখো হে ভূপ, ঈশ শবরূপ,

উরসি রাজে চরণ ॥

নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল ।

সতত ঝলকে কিরণ ।

এ কী চতুরানন হরি, কলয়তি শংকরী,

সম্বরণ করো রণ ||

মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে,

চরণে অচলচালন |

ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,

প্রলয়ের এই কি কারণ ||

প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,

চিত্ত মে মত্ত বারণ ||

সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,

কদাচ না মানে বারণ ||

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে



ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,

গলিত চিকুর আসব-আবেশে ।

বামা রণে দ্রুতগতি চলে,

দলে দানব দলে, ধরি করতলে, গজ গরাসে ॥

কে রে, কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে,

কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে ।

কে রে, নীল কমল, শ্রীমুখমণ্ডল,

অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ।

কে রে নীলকান্ত, মণি-নিতান্ত,

নখরনিকর তিমির নাশে ।

কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,

ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে ॥

দিতিসুতচয় সবার হৃদয়,

থরথরথর, কাঁপে হুতাশে ।

মাগো ! কোপ করো দূর, চলো নিজপুর,

নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥

তাই কালোরূপ ভালোবাসি



তাই কালোরূপ ভালোবাসি ।

জগমন্মোহিণী মা এলোকেশী ॥

কালোর গুণ ভালো জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি ।

যিনি দেবের দেব মহাদেব,

কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥

কালো বরন ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী

হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,

বাঁশি ত্যজে করে অসি ॥

যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সি

ওই যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,

বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥

প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশামেশি

ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,

মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি ॥

তারা ! আর কী ক্ষতি হবে



তারা ! আর কী ক্ষতি হবে ।

হ্যাদে গো জননি শিবে ॥

তুমি লবে লবে বড়োই লবে প্রাণকে আমার লবে

থাকে থাক যায় যাক এ প্রাণ যায় যাবে ।

যদি অভয়পদে মন থাকে তো

কাজ কী আমার ভবে ॥

বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কী দেখাও শিবে ।

একি পেয়েছো আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥

আপনি যদি আপন তরি ডুবাই ভবার্ণবে ।

আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়-পদে ডুবে ॥

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ।

আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে ॥

প্রসাদ বলে, আমি গেলে তুমিই তো মা রবে ।

তখন আমি ভালো কি তুমি ভালো, তুমিই বিচারিবে ॥

তারা তোমার আর কি মনে আছে



তারা তোমার আর কি মনে আছে ।

ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে,

তেমনি সুখ কি পাছে ।

শিব যদি হয় সত্যবাদী,

তবে কি তোমার সাধি,

মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,

ডান চক্ষু নাচে ॥

আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমাদের সাধিতাম নাই,

মাগো ওমা দিয়ে আশা,

কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়ো,

মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণা হয়েছে ॥

তারা নামে সকলি ঘুচায়



তারা নামে সকলি ঘুচায় ।

কেবল রহে মাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥

যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায় ।

ওমা, তোর নামেতে তেমনই ধারা,

তেমনই তো দেখায় ॥

যেজন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশভয় !

এমা, তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ‖

যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয় ।

ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা, এ বড় সংশয় ‖

প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায় ।

ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না

রামপ্রসাদের আশায় ‖

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন



তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,

বদন ভরে মাকে ডাকি রে ।

আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,

এসেন কি না এসেন দেখিরে ॥

লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কীরে ।

তবে তারা-নামের কবচ-মালা,

বৃথা আমি গলায় রাখি রে ॥

মহেশ্বরী আমার রাজা,

আমি খাস তালুকের প্রজা,

আমি কখনো নাতান, কখনো সাতান,

কখনো বাকির দায়ে না ঠেকি রে ॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,

অন্যে কি জানিতে পারে ।

যার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,

আমি অন্ত পাবো কীরে ॥

তুমি কার কথায় ভুলেছো রে মন



তুমি কার কথায় ভুলেছো রে মন,

ওরে আমার শুয়া পাখি ।

আমারই অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥

কালী নাম জপিবার তরে,

তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন ।

ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে,

ওরই সুখে হইলে সুখী ॥

শিব দুর্গা কালী নাম, জপ করো অবিশ্রাম,

মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,

একবার শ্যামা বলোরে দেখি ॥

থাকি একখান ভাঙা ঘরে



থাকি একখান ভাঙা ঘরে ।

তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥

হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,

আছে কালীর নামের জোরে ।

ওই যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,

মেটে দেওয়াল ডিঙিয়ে পড়ে ॥

দিবানিশি ভাবো রে মন, অন্তরে করালবদনা



দিবানিশি ভাবো রে মন, অন্তরে করালবদনা ।

নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥

মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না ।

সদা পদ্মবনে ; হংসীরূপে, আনন্দরসে মগনা ॥

আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে করো স্থাপনা ॥

জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখো না ॥

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,

পুরাইতে অধিক বাসনা ।

সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্বাণে কী গুণ বলো না ॥

দীন দয়াময়ী কী হবে শিবে



দীন দয়াময়ী কী হবে শিবে ।

বড়ো নিশ্চিন্তে রয়েছ,

তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥

এ ঘাটে তরণি নাইকো,

কীসে পার হবো মা ভবে,

মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,

নইলে খালাস করো তবে ॥

ডাকি পুনঃপুন শুনিয়া না শুনো,

পিতৃধর্ম রাখলে ভবে ।

অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,

স্মরণ নিবার কাজ কী তবে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,

মোর ক্ষতি কিছু না হবে ।

মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,

জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥

দুঃখের কথা শুনো মা তারা



দুঃখের কথা শুনো মা তারা ।

আমার ঘর ভালো নয় পরাৎপরা ॥

যাদের নিয়ে ঘর করি মা,

তাদের এমনি কাজের ধারা ।

ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,

সুখের ভাগী কেবল তারা ॥

অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে,

মানব ঘরে ফের ঘোরা ।

এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,

সার হল গো দুঃখের ভরা ॥

রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা ।

ঘরের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন,

ছজনেতে কল্লে সারা ॥

দূর হয়ে যা যমের ভটা



দূর হয়ে যা যমের ভটা ।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা ॥
বল্ গে যা তোর যমরাজারে,
আমার মতন নিছে কটা ।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস ব্যাটা ।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥

নব-নীল-নীরদ-তনু-রুচি কে



নব-নীল-নীরদ-তনু-রুচি কে ?

ওই মনোমোহিনী রে ॥

তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ

কোটি চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি,

সুধামৃত ভাষ ॥

অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি

গলিত কুন্দলপাশ ।

গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত,

সতত সঘনে নিবাস ॥

বামার বামকর পর, খড়্গ নরশির,

সব্যে পূর্ণাভিলাষ ।

শশি–শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,

ঘোর ঘন ঘন হাস ॥

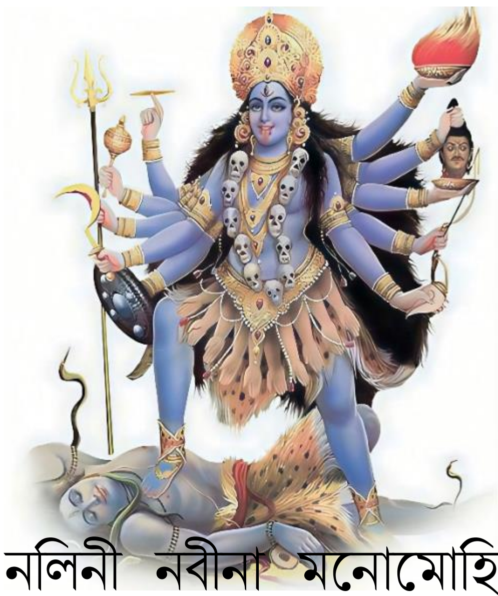
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,

করুণাবলোকনে, কলুষচয় করো নাশ ।

তব নাম বদলে, যে প্রকাশে সে জনে,

প্রভবে এ কথা আভাস ॥

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী



নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ।

বিগলিতচিকুরঘটা, গমনে বরটা,

বিবসনা শবাসনা মদালসা ।

ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা,

ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,

মনোজ্ঞা মধুরমুখী মধুরলালসা ॥

সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গলধাম,

ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীনকর্ম্মনাশা ।

হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহরব্রহ্মারাধ্যা,

হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগবাসা ॥

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে



নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে,

কেবল ঘোষণা রবে গো ।

তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ।

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,

ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥

দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,

ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,

সে কোথা পাবে গো ||

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,

আসন দে মা ফিরে চেয়ে,

আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ||

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা



নিতি তোরে বুঝাবে কেটা ।

বুঝে বুঝলি না রে মন ঠ্যাঁটা ॥

কোথা রবে ঘরবাড়ি তোর,

কোথা রবে দালান-কোঠা ।

যখন আসবে শমন, বাঁধবে কষে মন,

(ও মন !) কোথা রবে বাপ-খুড়া-জ্যাঠা ॥

মরণসময় দিবে তোমায়,

ভাঙা কলসি ছেঁড়া চেটা ।

ওরে সেখানেতে তোর নামেতে,

আছে রে যে জাবদা আঁটা ॥

যত ধন জন সব অকারণ,

সঙ্গেতে না যাবে কেটা ।

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে,

ছাড় রে সংসারের ল্যাঠা ॥

পতিতপাবনী তারা



পতিতপাবনী তারা,

ওমা কেবল তোমার নামটি সারা ||

ওই যে তরাসে আকাশে বাস,

বুঝেছি মা কাজের ধারা ||

বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙে শাপ দিল |

তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ||

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,

কার্যকারণ তোমার নাই |

ঙয়ায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ||

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা

লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ||

পাগল ব্যাটার কথায় মজে, এত কাল মলাম ভজে

দিয়াছি গোলামি খত, এখন কি আর আছে চারা

আমি দিলাম নাকে খত, তুমি দাও মা ফারখত |

কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,

সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ||

বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে ।

প্রসাদ বলে কুতূহলে তারায় লুকায় তারা ॥

পুরলো নাকো মনের আশা



পুরলো নাকো মনের আশা ।

আমার মনের দুঃখ রইল মনে ॥

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,

সুখের আর কীবে ভরসা ।

আমি বলবো কী করুণাময়ী,

সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,

ভেবে ভেবে পাইনে দিশা ।

আমি অভয়পদে শরণ নিয়ে,

ঘটল আমার উলটা দশা ॥

বড়াই করো কীসে গো মা



বড়াই করো কীসে গো মা ।

জানি তোমার আদি মূল, বড়াই করো কীসে ॥

আপনি খ্যাপা, পতি খ্যাপা, খ্যাপা সহবাসে ।

তোমার আদি মূল সকলই জানি,

দাতা কোন পুরুষে ॥

মাগিমিনসে ঝগড়া করে, রইতে নার বাসে ।

মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,

ফিরে দেশে দেশে ॥

প্রসাদ বলে, মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে ।

মা গো, আমার বাপের নাম লইলে,

বিরাজে কৈলাসে ॥

বলো দেখি ভাই কী হয় মলে



বলো দেখি ভাই কী হয় মলে ।

এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,

কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,

কেহ বলে সালোক্য পাবি,

কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ।

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,

ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥

ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,

মান্য করে সব খোয়ালে ।

এক ঘরেতে বাস করিছে,

পঞ্চজনে মিলেজুলে ॥

সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,

যে যার স্থানে যাবে চলে ।

প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,

তাই হবি রে নিদান কালে ।

যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,

জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

বলো মা আমি দাঁড়াই কোথা



বলো মা আমি দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেহ নাই শংকরী হেথা ||

মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথাতথা ।

যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,

এমন বাপের ভরসা বৃথা ||

তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?

যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,

দূরে যাবে মনের ব্যাথা ||

প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা-

ওমা যে জন তোমার নাম করে,

তার হাড়মালা আর ঝুলিকাঁথা ||

বসন পরো,বসন পরো মাগো



বসন পরো মা

বসন পরো মা

বসন পরো, বসন পরো, মা গো বসন পরো তুমি

চন্দনে চর্চিত জবা; পদে দিব আমি গো।

কালীঘাটে কালী তুমি; মা গো কৈলাশে ভবানী

বৃন্দাবনে রাধাপ্যারি; গোকুলে গোপিনী গো।।

পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী।

কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।।

কার বাড়ি গিয়েছিলে মা গো কে করেছে সেবা।

শিরে দেখি রক্তচন্দন; পদে রক্তজবা গো।।

ডানি হস্তে বরাভয় মা গো বামহস্তে অসি।

কাটিয়া অসুরের মুন্ড; করেছ রাশি রাশি গো।।

অসিতে রুধিরধারা; মা গো গলে মুন্ডমালা।

হেট মুখে চেয়ে দেখো; পদতলে ভোলা গো।

মাথায় সোনার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনো।

মা হয়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো।

আপনি পাগল পতি পাগল,

মা গো আরো পাগল আছে;

ওমা রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,

চরণ পাওয়ার আশে গো।।

বামা ও কে এলোকেশে



বামা ও কে এলোকেশে ।

সঙ্গিনী রঙ্গিনী ভৈরবী যোগিনী,

রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥

কী সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,

নাচিছে মহেশ উরসে ।

ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,

পিবতি সুধা কী আবেশে ॥

ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া,

ধরোরে বলিয়া, ঘন হাসে ।

কাহার নারীরে চিনিতে নারি রে,

মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ।

কারে আর ভজোরে, ও পদে মজোরে,

রূপে আলো করিছে দিগদশে ।

কী করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,

প্রসাদ ভণেরে চলো কৈলাসে ॥

ভবের আসা, খেলব পাশা



ভবের আসা, খেলব পাশা,

বড়োই আশা মনে ছিল ।

মিছে আসা ভাঙা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পল ॥

প-বারো আঠারো ষোলো যুগে যুগে এলেম ভালো ।

শেষে কচ্চে-বারো পেয়ে মাগো

পাঁজা-ছক্কায় বদ্ধ হল ॥

ছ-দুই আট, ছ-চার দশ,

কেহ নয় মা আমার বশ ।

আমার খেলাতে না হল যশ,

এবার বাজি ভোর হইল ॥

ভাব কী ! ভেবে পরান গেল



ভাব কী ! ভেবে পরান গেল ।

যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,

তার কেন কালো রূপ হল ॥

কালো বড়ো অনেক আছে

এ বড়ো আশ্চর্য কালো ।

যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে,

হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥

রূপে কালি নামে কালী,

কাল হইতে অধিক কালো ॥

ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,

অন্যরূপ লাগেনা ভালো ||

প্রসাদ বলে কুতূহলে,

এমন মেয়ে কোথায় ছিল |

না দেখে নাম শুনে কানে,

মন গিয়া তায় লিপ্ত হল ||

ভাব না কালী ভাবনা কিবা



ভাবো না কালী, ভাবনা কীবা ।

ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা

অরুণ-উদয়কাল, ঘুচিল তিমিরজাল ।

ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥

বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা

ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,

খেলাধুলা কে ভাঙিবা ||

যেখানে আনন্দহাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ |

ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা ||

যে রসিক ভক্তশূর, সে প্রবেশে সেই পুর,

রামপ্রসাদ বলে ভাঙল ভুর,

আগুন বেঁধে কে রাখিবা ||

ভালো নাই মোর কোনো কালে



ভালো নাই মোর কোনো কালে ।

ভালোই যদি থাকবে আমার,

মন কেন কুপথে চলে ॥

হ্যাদে গো মা দশভুজা ।

আমার ভবে তনু হইল বোঝা,

আমি না করিলাম তোমার পূজা,

জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥

এ ভব-সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,

যখন শমনে ধরিবে আসি,

ডাকব কালী কালী বলে ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,

আমি ডাকি ধরো ধরো বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ॥

ভালো ব্যাপার মন করতে এলে



ভালো ব্যাপার মন করতে এলে ।

ভাসিয়ে মানব-তরি কারণ-জলে ॥

বানিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে ।

ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার,

কেহ কেহ বা হারাল মূলে ॥

ক্ষিত্যপ তেজ মরুত ব্যোম,

বোঝাই আছে নায়ের খোলে,

ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে,

গুড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ।

পাঁচ জিনিস নে ব্যাবসা করা,

পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ।

যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,

কী হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

ভূতের বেগার, খাটবো কত



ভূতের বেগার, খাটবো কত ।

তারা বলো আমায় খাটাবি কত ॥

আমি ভাবি এক হয় আর,

সুখ নাই মা কদাচিত ॥

পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,

এ দেহের পঞ্চভূত ।

ও মা, ষড়রিপু সাহায্য তায়,

হল ভূতের অনুগত ॥

আসিয়া ভবসংসারে,

দুঃখ পেলেম যথোচিত ।

ও মা, যার সুখেতে হব সুখী,

সে মন নয় গো মনের মতো ॥

চিনি বলে নিম খাওয়ালে,

ঘুচল না সে মুখের তিতো ।

কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,

হয়ে কালীর শরণাগত ॥

ভেবে দেখো মন কেউ কারো নয়



ভেবে দেখো মন কেউ কারো নয়,

মিছে ফের ভূমণ্ডলে ।

দিন দুই তিনের জন্য ভবে,

কর্তা ব'লে সবাই বলে ॥

আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে,

কালাকালের কর্তা এলে ।

যার জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে ॥

সেই প্রেয়সী দিবে গোবরছড়া,

অমঙ্গল হবে বলে ।

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে ।

তখন ডাকবি কালী কালী বলে,

কী করিতে পারবে কালে ॥

মন করো কী তত্ত্ব তাঁরে



মন করো কী তত্ত্ব তাঁরে ।

ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত

অভাবে কি ধরতে পারে ।

মন অগ্রে শশী বশীভূত,

করো তোমার শক্তিসারে ॥

ওরে কোটার ভিতর চোরকুটুরি

ভোর হলে সে লুকাবে রে ।

ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না,

আগম নিগম তন্ত্রসারে ।

সে যে ভক্তিরসের রসিক,

সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥

সে ভাব লোভে পরম যোগী,

যোগ করে যুগ যুগান্তরে ।

হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন

লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে

সেটা চাতরে কি ভাঙব হাড়ি,

বুঝোরে মন ঠারেঠোরে ॥

মন কোরো না সুখের আশা



মন কোরো না সুখের আশা ।

যদি অভয়পদে লবে বাসা ॥

হয়ে ধর্মতনয় ত্যজে আলয়,

বনে গমন হেরে পাশা ।

হয়ে দেবের দেব সদবিবেচক,

তেঁই তো শিবের দৈন্যদশা ||

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,

মন সুখের আশে বড়ো কসা |

হরিষে বিষাদ আছে মন,

কোরো না এ কথায় গোঁসা ||

ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,

ডাকের কথা আছে ভাষা |

মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা ||

করে কড়ার কড়া তস্য কড়া,

এড়াবে না রতি মাসা |

প্রসাদের মন হও যদি মন,

কর্মে কেন হও রে চাষা ।

ওরে মনের মতন করো যতন,

রতন পাবে অতি খাসা ॥

মন তোমার এই ভ্রম গেল না



মন তোমার এই ভ্রম গেল না ।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,

জেনেও কি তাই জানো না ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্নসোনা ।

ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,

দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা

ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,

আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥

জগৎকে পালিছেন যে মা,

সাদরে তাই কি জানো না ।

ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,

মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ||

মন কেন মার চরণছাড়া



মন কেন মার চরণছাড়া |

ও মন ভাবো শক্তি, পাবে মুক্তি,

বাঁধো দিয়া ভক্তিদড়া ||

থাকতে নয়ন, দেখলে না মন,

কেমন তোমার কপালপোড়া ।

মা ভক্তে ছলিতে, তণয় রূপেতে,

বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥

মায়ে যত ভালোবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে ।

মলে দণ্ড দু-চার কান্নাকাটি,

শেষে দিবে গোবরছড়া ॥

ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া ।

মলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি,

কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,

দোসরবস্ত্র গায় দিবে,

চারকোনা মাঝখানে ফাড়া ॥

যেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে কালিকা তারা ।

বের হয়ে দেখো কন্যারূপে,

রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

মন কেন রে ভাবিস এত



মন কেন রে ভাবিস এত।

যেমন মাতৃহীন বালকের মতো ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত ।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়,
এ যে বড়ো অদ্ভুত ।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত ॥
একী ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মতো ।

(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,

কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥

মিছে কেন ভাব দুঃখে,

দুর্গা বলো অবিরত ।

যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি',

হবে রে তোর তেমনি মতো ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,

মন করো রে মনের মতো ।

(ও মন), গুরুদত্ত তত্ত্ব করো,

কী করিবে রবিসুত ॥

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি



মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ।

আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥

এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলা ধূলি ।

আমি কালীর নামে মারব বাড়ি

ভাঙব যমের মাথার খুলি ॥

ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি,

তাইতে পাগল ভুলে গেলি ।

রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি,

গলে দিলি কাঁথাঝুলি ॥

মন-গরিবের কী দোষ আছে



মন-গরিবের কী দোষ আছে ।

তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা,

যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥

তুমি কর্ম, তুমি ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে ।

ওমা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল,

ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥

তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি,

তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।

ওমা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ,

চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥

প্রসাদ বলে, কর্মসূত্র,

সে সুতার কাটনা কেটেছে ।

ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,

খ্যাপাখ্যাপি খেল খেলিছে ||

মন জান না কী ঘটবে ল্যাঠা



মন জান না কী ঘটবে ল্যাঠা|

যখন উর্ধ্ব বায়ু রুদ্ধ করে,

পথে তোমার দিবে কাঁটা ||

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,

দিনের সুদিন যেটা ।

ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,

মনে মনে হও রে আঁটা ॥

পিঞ্জরে পুষেছ পাখি, আটক করবে কেটা ।

ওরে জান না যে তার ভিতরে,

দুয়ার রয়েছে নটা ॥

পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা ।

তারা যা বলিছে, তাই করিছ,

এমনই বুকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জান তো, মনে মনে যেটা ।

আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি, বুঝাইবো সেটা ॥

মন তুমি কী রঙ্গে আছো



মন তুমি কী রঙ্গে আছো ।

ও মন, রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ ॥

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,

দুঃখে রোদন সুখে নাচ ।

রঙের বেলা রাঙয়ে কড়ি,

সোনার দরে তা কিনেছ ।

ও মন দুঃখের বেলা রতন মানিক,

মাটির দরে তাই বেচেছ ॥

সুখের ঘরে রূপের বাসা,

সেইরূপে মন মজায়েছ ।

যখন সেরূপে বিরূপ হইবে,

সেরূপের কীরূপ ভেবেছ ॥

মন তোরে তাই বলি বলি



মন তোরে তাই বলি বলি ।

এবার ভালো খেল খেলায়ে গেলি ॥

প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,

মন যে তুই আমার ছিলি ।

ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,

শমনেরে সঁপে দিলি ||

গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি |

ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,

কতকগুলো গালাগালি ||

যেমনি গেলি তেমনি গেলাম,

করে দিলি মিজাজ আলি |

এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,

আমি নই বাগানের মালি ||

প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,

দেবে আমায় জলাঞ্জলী |

ওরে জানো না কি হৃদে গেঁথে,

রেখেছি দক্ষিণাকালী ‖

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে



মন ভেবেছ তীর্থে যাবে ।

কালী-পাদপদ্ম-সুধা ত্যজি,

কূপে পড়ে আপন খাবে ‖

ভবজরা পাপ-রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,

ওরে জ্বরে কাশী সর্বনাশী,

ত্রিবেণীস্নানে রোগ বাড়াবে ||

কালীনাম মহৌষধি ভক্তিভাবে পান বিধি |

(ওরে) গান করো, পান করো,

আত্মারামের আত্ম্য হবে |

মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত |

ওরে সকলই সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে

প্রসাদ বলে মনভায়া, ছাড়ি কল্পতরু-ছায়া,

ওরে কাঁটাবৃক্ষের তলে গিয়ে,

মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ||

মন রে আমার ভোলা মামা



মন রে আমার ভোলা মামা ।

ও তুই জানিস না রে খরচ জমা ॥

যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি ।

ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে,

বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা ॥

বাদে হইলে অঙ্ক বাকি,

তবে হবে তহবিল বাকি ।

তহবিল বাকি বড়ো ফাঁকি,

হবে না তোর লেখার সীমা ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,

কীসের খরচ কাহার জমা ।

ওরে অন্তরেতে ভাবো বসি,

কালী তারা উমা শ্যামা ॥

মন রে কৃষি কাজ জান না



মন রে কৃষি কাজ জান না

এমন মানবজমি রইল পতিত,

আবাদ করলে ফলত সোনা ।

কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না ।

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,

তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ।।

অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না ।

আছে একতারে মন, এই বেলা তুই

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ।।

গুরু রোপণ করেছেন বীজ,

ভক্তিবারি তায় সেঁচো না ।

ওরে একা যদি, (মন রে আমার)

না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ।।

মন রে ভালোবাসো তাঁরে



মন রে ভালোবাসো তাঁরে ।

যে ভবসিন্ধু পারে তারে ।

এই করো ধার্য কীবা কার্য অসার পসারে ॥

ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্বকথা,

তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকারে ॥

সংসার কেবল কাজ, কুহকে নাচায় নাচ,

মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥

অহংকার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,

দেহরাজ্য দিলে ভাগ, বলো কী বিচারে ॥

যা করেছ চারা কীবা, প্রায় অবসান দিবা,

মণিদ্বীপে ভাবো শিবা, সদা শিবাগারে ॥

প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,

জপ করো অবিরাম, শুধাও রসনারে ॥

মন রে শ্যামা মাকে ডাকো



মন রে শ্যামা মাকে ডাকো ।

ভক্তি মুক্তি করতলে দেখো ॥

পরিহরো ধনমদ, ভজো পদ কোকনদ ।

কালেরে নৈরাশ করো, কথা শুনো, কথা রাখো ॥

কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম ।

অষ্টযামের অর্ধযাম, আনন্দেতে সুখে থাকো ||

রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় করো জয় |

মারো ডঙ্কা ত্যজো শঙ্কা, দূরছাই করে হাঁকো ||

মনরে তোর চরণ ধরি



মনরে তোর চরণ ধরি |

কালী বলে ডাকোরে, ওরে ও মন,

তিনি ভবপারের তরি ।

কালী নামটা বড়ো মিঠা, বলোরে দিবা শর্বরী ।

ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরি ।

তিনি তনয় বলে দয়া করে,

তরাবেন এ ভববারি ॥

মন হারালি কাজের গোড়া



মন হারালি কাজের গোড়া ।

তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি,

কোথায় পাবো টাকার তোড়া ॥

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,

শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ।

তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি,

ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া ॥

কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন,

কেবা পাবে তার বাড়া ।

মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও,

বিধির লিপি কপাল জোড়া ॥

কাল করিছে হৃদয়ে বাস,

বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া ।

ওরে সেই কালের করো বিনাশ,

ন্যাস ধরো রে মন্ত্র সোঁঢ়া ॥

প্রসাদ বলে ভাবছ কী মন,

পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া ।

সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি,

তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

মরি ও রমণী কী রণ করে



মরি ও রমণী কী রণ করে ।

রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,

রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে ।

কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,

দিনকরকর ঢাকে চিকুরপাশে ॥

আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ-প্রায়,

মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে ।

নিরুপম রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,

প্রবলদনুজঘটা, গেলে গরাসে ॥

ভৈরবী বাজায় গাল, জোগিনী ধরিছে তাল,

মরি কীবা সুরসাল, গান বিভাসে ।

নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে জোগায় মধু,

দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥

সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা-বাসা,

জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে ।

ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,

আনন্দে বাজায়ে দামা, চলো কৈলাসে ॥

মা আমায় ঘুরাবে কত



মা আমায় ঘুরাবে কত ?

কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত

ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা,

পাক দিতেছ অবিরত ।

তুমি কী দোষে করিলে আমায়,

ছ'টা কলুর অনুগত ||

মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত

দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,

আমি কি ছাড়াজগত ||

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত |

একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,

দেখি শ্রীপদ মনের মতো ||

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো

রামপ্রসাদের এই আশা মা,

অন্তে থাকি পদানত ||

মা আমার অন্তরে আছ



মা আমার অন্তরে আছ ।

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥

তুমি পাষাণমেয়ে বিষম মায়া,

কত কাচ কাচাও মা কাচ ॥

উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ ।

যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,

তার হাতে মা কোথা বাঁচো ||

বুঝে ভার দেয় না যেজন, তার ভার নিতে হাঁচ |

যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,

সে কি ভুলে পেয়ে কাচ ||

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমলসাঁচ |

তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হয়ে,

মনোময়ী হয়ে নাচো ||

মা আমার খেলান হল



মা আমার খেলান হল ।

খেলা হল গো আনন্দময়ী ।

ভবে এলাম করতে খেলা, করিলাম ধুলাখেলা ।

এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,

কাল যে নিকটে এলো ॥

বাল্যকালে কত খেলা,

মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল ।

পরে জায়ার সঙ্গে লীলাখেলায়,

অজপা ফুরায়ে গেল ॥

প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্তি কী করি বলো ।

ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া,

মুক্তিজলে টেনে ফেলো ॥

মা আমার বড়ো ভয় হয়েছে



মা আমার বড়ো ভয় হয়েছে ।

সেথা জমা-ওয়াশিল দাখিল আছে ॥

রিপুর বশে চল্লেম আগে,

ভাবলেম না কী হবে পাছে ।

ওই যে চিত্রগুপ্ত বড়োই শক্ত,

যা করেছি তাই লিখেছে ॥

জন্ম জন্মান্তরের যত,

বকেয়া বাকি জের টেনেছে ।

যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল,

কর্মফলের ফল ফলেছে ॥

জমায় কমি খরচ বেশি,

তলব কীসে রাজার কাছে ।

ওই যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,

কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥

মা কত নাচো গো রণে



মা কত নাচো গো রণে ।

নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ,

বিবসনা হর-হৃদে, কত নাচো গো রণে ॥

সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত সুজঘনে

কত বাজিত কটিতটে,

নরকরনিকর কুণপ শিশু শ্রবণে,

অধর সুললিত, বিম্ববিনিন্দিত,

কুন্দ বিকশিত, সুদশনে ||

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে |

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,

রুধির কীবা শোভা ও বরণে |

প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস,

নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে ||

মা, তোমারে বারে বারে, জানাবো



মা, তোমারে বারে বারে, জানাবো আর দুঃখ কত ।

ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের শেহলার মতো ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে ।

দাঁড়াও একবার দ্বিজমন্দিরে,

দেখে যাই জনমের মতো ॥

মা বিরাজে ঘরে ঘরে



মা বিরাজে ঘরে ঘরে ।

এ কথা ভাঙিব কি হাঁড়ি চাতরে ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে ।

যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে

জানকী তার সমিভ্যারে ॥

জননি, তনয়া, জায়া, সহোদরা, কী অপরে,

রামপ্রসাদ বলে, বলব কী আর,

বুঝে লও গে ঠারেঠোরে ॥

মা হওয়া কি মুখের কথা



মা হওয়া কি মুখের কথা ।

(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা !)

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা ।

এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,

এল পুত্র গেল কোথা ||

সন্তানে কুকর্ম করে, বলে সারে পিতামাতা |

দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,

তাতে তোমার হয় না ব্যাথা ||

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা |

যদি ধর আপন পিতৃধারা,

নাম ধোরো না জগন্মাতা ||

মা গো আমার কপাল দুষি



মা গো আমার কপাল দুষি ।

দুষি বটে গো আনন্দময়ী ॥

আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,

যেতে নারিলাম বারাণসী ।

নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,

মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥

অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,

আমার কৃষিসকল নিল জলে,

কেবলমাত্র লাঙল চষি ॥

না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি ।

আমি যাওয়ার পথে কাঁটা দিয়ে,

পথ ভুলে রয়েছি বসি ||

জনমি ভারতভূমে, মা ! কী কর্ম করিলাম আসি

আমার একূল ওকূল দুকূল গেল,

অকূল পাথারে ভাসি ||

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি ।

ওমা, যখন শমন জোর করিবে,

দুর্গানামে দিব ফাঁসি ||

মাগো তারা ও শংকরী



মাগো তারা ও শংকরী ।

কোন অবিচারে আমার পরে,

করলে দুঃখের ডিক্রি জারি ॥

এক আসামি ছয়টা পেয়াদা,

বলো মা কীসে সামাই করি ।

আমার ইচ্ছা করে ওই ছয়টারে,

বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥

পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,

তার নামেতে নিলাম জারি ।

ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পানতি,

তারে দিলে জমিদারি ॥

হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি ।

আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,

বসে আছ রাজকুমারী ॥

হুজুরে উকিল যে জনা,

ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারী ।

করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি,

যেরূপে মা আমি হারি ॥

পালাইতে স্থান নাই মা, বলো কীবা উপায় করি ।

ছিল স্থানের মধ্যে অভয়চরণ,

তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ||

মায়ার এ পরম কৌতুক



মায়ার এ পরম কৌতুক |

মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, আবদ্ধ জনে লুটে সুখ ||

আমি এই আমার এই,

এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,

মনরে ওরে, মিছে মিছে সার ভেবে,

সাহসে বাঁধিছ বুক ॥

আমি কেবা আমার কেবা,

আমি ভিন্ন আছে কেবা ;

মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,

মিছা ভাব দুখ সুখ ।

দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে ;

মনরে ওরে, তখনই নির্বাণ করে,

না রাখে রে একটুক ॥

প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ ।

রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখো রে মুখ ॥

মায়ের এমনি বিচার বটে



মায়ের এমনি বিচার বটে ।

যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,

তারই কপালে বিপদ ঘটে ॥

হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,

দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে ।

কবে আদালত শুনানি হবে মা,

নিস্তার পাব এ সংকটে ॥

সওয়াল জবাব করবো কী মা,

বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।

ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য,

ঐক্য বেদাগমে রটে ॥

প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা,

ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে ।

যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে,

প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥

মায়ের চরণতলে স্থান লব



মায়ের চরণতলে স্থান লব ।

আমি অসময়ে কোথা যাবো ॥

ঘরে জায়গা নাহয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কীগো ।

মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥

প্রসাদ বলে উমা আমায়,

বিদায় দিলেও নাইকো যাব ।

আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,

চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই



মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই,

মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে৷

মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে ঘাঁটি মাটি নিয়ে||

করে অসি মুন্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা ,

মাটিতে কি মনে জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে?

শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,

মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রঙ মাখাইয়ে|

মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন;

কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?

অবিনাশনাশিনী কালী, সে কি মাটির খড় বিচালী?

সে ঘুচবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দিখাইয়ে||

মুক্ত করো মা মুক্তকেশী



মুক্ত করো মা মুক্তকেশী ।

ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥

কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,

ভুলেছো কি রাজমহিষী ।

তারা কত দিনে কাটবে আমার,

এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥

প্রসাদ বলে কী ফল হবে,

হই যদি গো কাশীবাসী ।

ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,

পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥

মোহিনী আশা বাসা



মোহিনী আশা বাসা,

ঘোর তমোনাশা বামা কে ?

ঘোর ঘটা, কান্তিছটা, ব্রহ্মকটা ঠেকেছে ‖

রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,

মুখঝালা, সুধাঢালা, কুলবালা নাচিছে ‖

দ্রুত চলে, আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,

ডাকে শিবা, কব কীবা, দিবানিশি করেছে ।

ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,

রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কী প্রমাদে ঠেকেছে ‖

যদি ডুবল না' ডুবায়ে



যদি ডুবল না' ডুবায়ে বাওরে মননেয়ে ।

মন হালি ছেড়োনা ভরসা - বাঁধো পারবি যেতে বেয়ে

মন চক্ষু-দাঁড়ি, বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে ।

ভালো ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥

মন শ্রদ্ধা-বায়ে ভক্তি-বাদাম দেও রে উড়াইয়ে ।

রামপ্রসাদ বলে, কালী নামের

যাও রে সারি গেয়ে ॥

যারে শমন যারে ফিরি



যারে শমন যারে ফিরি ।

ও তোর যমের বাপের কী ধার ধারি ॥

পাপপুণ্যের বিচারকারী,

তোর যম হয় কালেক্টরী ।

আমার পুণ্যের দফা সর্বে শূন্য,

পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি ॥

শমনদমন শ্রীনাথচরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি ।

আমার কীসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,

চলে যাব কৈলাসপুরী ॥

রামপ্রসাদের মা শংকরী, দেখো না চেয়ে ভয়ংকরী ।

আমার পিতা বটেন শূলপাণি,

ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥

রসনে কালী নাম রটো রে



রসনে কালী নাম রটো রে !

মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে ‖

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে ।

এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘটপট রে ‖

রসনারে করো বশ, শ্যামানামামৃত রস ।

তুমি গান করো পান করো,

সে পাত্রের পাত্র বট রে ॥

সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম ।

করে জপো না কালীর নাম, কী তব উৎকটরে ॥

শ্রুতি রাখো সত্ত্বগুণে, দ্বি-অক্ষর করো মনে ।

প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,

কালী বলে কাল কাটো রে ॥

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে



শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,

বিগলিত কুন্তলজাল ।

বিমল বিধুরব, শ্রীমুখ সুন্দর,

তনুরুচিবিজিত, তরুন তমাল ॥

যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,

করে করে ধরে তাল ।

ক্রুদ্ধা মানস, উর্ধ্বে শোণিত,

পিবতি নয়ন বিশাল ॥

নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,

মবরব যন্ত্র মণ্ডণ ভাল ।

তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি,

ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ||

প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি,

রক্ষো মম পরকাল |

দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,

বারয় কাল-করাল ||

শমন আসার পথ ঘুচেছে



শমন আসার পথ ঘুচেছে ।

আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥

ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,

চারি শিব চৌকি রয়েছে ॥

এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে,

তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে

সহস্র-দল-কমলে শ্রীনাথ,

অভয় দিয়ে বসে আছে ॥

দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,

চৌকিদারি ভার লয়েছে ।

সে শক্তির জোরে চেতন করে,

তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে ।

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে ।

এ চারিস্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে

রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে,

চন্দ্র সূর্য উদয় আছে ।

ওরে তমো নাশ করি তারা,

হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে



শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে ।

বিপরীতক্রীড়া, ব্রীড়াগতা শবে ॥

গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,

অতনু সতনু জনু অনুভবে ।

রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,

ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥

তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দিবর চাঁদ গিলে,

অনলে অনল মিলে, অনলনিভে ।

কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,

নিরখিলে পাপতাপ, কোথায় রবে ॥

শ্যামা বামা গুণধামা কালান্তক-উরসি



শ্যামা বামা গুণধামা কালান্তক-উরসি ।
বিহরে বামা স্মরহরে ।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী ॥
নাশে মুকুতাফল বিলোর, পূর্নচন্দ্র কোলে চকোর
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি ।
একী করে ক'রে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥
নীল-কমল-দল-জিতাস্য, তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী ।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥

দিতিসুতচয়, সমরপ্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি ।

এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি,

মম সর্ব গর্ব খর্ব করে, একী সর্বনাশী ॥

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশো,

হৃদয়কমলে সতত বাসো, শ্যামা দীর্ঘকেশী ।

ইহকালে পরকালে, জয়ী-কালে,

তুচ্ছবাসি কথা, নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত,

শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥

শ্যামা বামা কে ?



শ্যামা বামা কে ?

তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ।

কুন্তল বিগলিত, শোণিত-শোভিত,

তড়িৎজড়িত নবঘন ঝলকে,

বিপরীত এ কী কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে,

ওই রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে ।

মম দল প্রবল, সকল হতবল,

চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥

প্রচণ্ড-প্রতাপ-রাশি মৃত্যুরূপিণী,

ওই কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী ।

লঙ্ঘে গগন ধরণিধর সাগর,

ওই যুবতী চকিতে নয়নপলকে ॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু ওই যুগল

চরণ তব করিয়াছি সেতু ।

কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,

কুরু কৃপালেশ, জননি কালীকে ॥

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি



শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি ।

(ভবসংসারে বাজারের মাঝে)

ওই যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু,

বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥

কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি ।

ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥

বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ।

ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে,

হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে, ঘুড়ি যাবে উড়ি ।

ভবসংসার-সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥

সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী



সদাশিব-শবে আরোহিণী কামিনী ।

শোণিত শোভিত ধারা, মেঘে সৌদামিনী ॥

এ কী দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,

মূর্তিমতী মনোভাব ভবভামিনী ॥

রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,

পদ-নখে শশীরাশি গজগামিনী ।

শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,

ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনি ॥

সমর করে ও কে রমণী



সমর করে ও কে রমণী ।

কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥

ললাট-নয়ন বৈশ্বানর, বামা বিধু

বামেতর তরণি ।

মরকত মুকুর, বিমল মুখমণ্ডল,

নূতন জলধর-বরণী ॥

শবশিবশিরে, মন্দাকিনী রাজত,

ঢলঢল উজ্জ্বল ধরণি ।

ঊরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,

সুচারু নখরনিকর, সুধাধামিনী ॥

কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং

কুরু, হর-মোহিনী ।

গিরিবর-কন্যে, নিখিল শরণ্যে,

মম জীবনধন জননি ||

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না



সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না |

ভালো পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ||

এই যে সুখের নিশি, জেনেছো কি ভোর হবে না

তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা,

তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়,

মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না ।

আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,

রজক ঘরে তায় কাচাও না ॥

খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচেনা

আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,

ভ্রমেও কালী বল না ॥

অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না

তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,

ডাকিলে আর চেতন পাবেনা ॥

সামাল সামাল ডুবল তরি



সামাল সামাল ডুবল তরি ।

আমার মন রে ভোলা, গেল বেলা,

ভজলে না হরসুন্দরী ॥

প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী

সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে,

সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ি ||

একে তোর জীর্ণ তরি, কলুষেতে হল ভারী |

যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,

শ্রীনাথে করো কাণ্ডারী ||

তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ি

এখন গুরুব্রহ্ম, সার করো মন,

যিনি হন ভবকাণ্ডারী ||

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে



সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে ।

যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে,

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥

যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে,

দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে ।

প্রসাদ বলে, রণে চলে, রণময়ী হয়ে ।

শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥

সে কি শুধু শিবের সতী



সে কি শুধু শিবের সতী ।

যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥

ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি ।

সে যে সর্বদলের দলপতি,

সহস্রদলে করে স্থিতি ॥

ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি ॥

ওরে বলো দেখি মন, সে বা কেমন,

নাথের বুকে মারে নাথি ॥

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,

সকলই জানি ডাকাতি ।

ওরে সাবধানে মন করো যতন,

হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদি



হয়েছি মা জোর ফরিয়াদি ।

এবার বুঝে বিচার করো শ্যামা ॥

ওই যে মন করিছে জামিনদারি

নেচে উঠে ছটা বাদী ॥

অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছ'টা কাম আদি ।

যদি তুমি আমি এক হই তো,

পুর হতে দূর করে দি ॥

বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি

সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি,

পার হয়ে যাই ভবনদী ॥

হুজুরে তজবিজ করো মা, হাজির ফরিয়াদি দাদি ।

এই স্বোপার্জিত ভজনের ধন,

সাধারণ নয় যে তা দি ॥

মাতা আদ্যা, মহা বিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি ।

ওমা, তোমার পুতে, সতীনসুতে,

জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥

প্রসাদ ভনে ভরসা মনে,

বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী ।

ঠেকি বারে বারে খুব চেতেছি,

আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥

হুংকারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা



হুংকারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা ।

কামরিপুমোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥

তপনদহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসি,

কুবলয়দলতনু শ্যামা ।

বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণি,

সমরনিপুণা গুণধামা ।

কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সখে যার,

যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥

হৃৎকমল - মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা



হৃৎকমল - মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা ।

মনপবনে দুলাইছে দিবস রজনি ওমা ।

ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা ।

তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা ॥

আবির রুধির তায়, কী শোভা হয়েছে গায় ।

কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনই ওমা ॥

যে দেখেছে মায়ের দোল,

সে পেয়েছে মায়ের কোল ।

রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা ॥

(হেরো), কার রমণী নাচে রে ভয়ংকরা-বেশে



(হেরো), কার রমণী নাচে রে ভয়ংকরা-বেশে ।

কে রে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,

কে রে, হরহৃদি হৃদ-পদে দিগবাসে ॥

কেরে, নির্জনে বসিয়া, নির্মাণ করিল,

পদ রক্তোৎপল জিনি,

তবে কেন রসাতলে যায় ধরণি ;

হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে,

বাঁধি প্রেমডোরে, রাখি হৃদি-সরোবরে,

হিল্লোলে ভাসে ॥

কে রে, নিন্দিত রামকদলীতরু, হেরি ঊরু,

দরদর রুধির ক্ষরে,

যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;

অতি রোষবলে, ভুজঙ্গমদলে,

নাভিপদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ।

কে রে, উন্নত কুচ-কলি, মুখশতদলে অলি,

গুনগুন করিয়া বেড়ায় যেন বিকশিত,

সিতাম্ভোজ বনরোহায় ; কীবা ওষ্ঠ-শোভা,

অতি লোল জিহ্বা, হরমনোলোভা,

যেন আসব-আবেশে, শিশু সুধাভাসে ॥

কে রে, কুন্তল-জালে, আবৃত মুখমণ্ডল,

লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরুধনুর্বাণ সন্ধান করা

অর্ধচন্দ্রভালে, শিতি মুহু দোলে, কী চকোর খেলে

কীবা অরুণকিরণে গজমতি হাসে ।

কত দুন্ধবা দুন্ধবি নাচিছে ভৈরবী,

হিহি হিহি করিছে যোগিনী,

কত কটোরা ভরিয়া, সুধা জোগায় অমনই ;

রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,

এ বামার সনে, যার পদতলে,

শব-ছলে আশুতোষে ॥